ডার্ট ৩

রেসিং গেমের জগতে এনএফএস বা নিড ফর স্পিড সিরিজ বরাবরের মতো জনপ্রিয়। মাঝখানে দুয়েকটি সমালোচিত গেম ছাড়া সিরিজের বাকি গেমগুলো বেশ ভালোভাবেই গ্রহণ করেছে গেমাররা। ইলেক্ট্রনিক আর্টসের নিড ফর স্পিডের সাথে টেক্কা দেয়ার জন্য আরেকটি প্রতিষ্ঠান মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে, যার নাম কোডমাস্টারস। কোডমাস্টারের ডেভেলপ করা গেমগুলোতে রয়েছে প্রাণবন্ততা ও বাস্তবধর্মী গেমপ্লে, যা অন্যান্য গেমে খুব কমই দেখা যায়। তবে এনএফএস সিরিজের নতুন গেমগুলোর মধ্যে এখন দেখা যাচ্ছে এ ধরনের গেমপ্লে। কলিন ম্যাকরে ডার্ট সিরিজের তৃতীয় সংযোজন হিসেবে যোগ হয়েছে ডার্ট ৩। গেমটি র‍্যালি রেস ধাঁচের গেম। নিড ফর স্পিড সিরিজের শিফট ও শিফট ২ গেমের মতোই একটি গেম। তবে গেম সিরিজ দুটির মাঝে বেশ তফাৎ রয়েছে। রিয়ালিটি বেইজড রেসিং গেমগুলো বানানো হয় প্রফেশনাল রেসিং গেমারদের জন্য, তাই তাতে গেম কন্ট্রোলিং কিছুটা কঠিন হয়ে থাকে। রেসিং গেমের জগতে যারা নতুন তাদের কাছে এ ধরনের গেমগুলো একটি কঠিন মনে হতে পারে। তবে তারা যাতে এ গেমগুলো খেলতে পারে সেজন্য কিছু বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয় এ ধরনের গেমগুলোতে। গাড়ি চালনা সহজ করার লক্ষ্যে অটোমেটিক ড্রাইভিং অ্যাসিস্ট্যান্ট যোগ করা হয় গেমগুলোতে। ডার্ট ৩ গেমটি ডেভেলপ ও পাবলিশ করেছে কোডমাস্টারস এবং তা প্লে-স্টেশন ৩, এক্সবক্স ৩৬০ ও উইন্ডোজ প্ল-টফর্মের জন্য অবমুক্ত করা হয়েছে। গেমটি বানাতে ব্যবহার করা হয়েছে ইগো ইঞ্জিন ২.০ ভার্সন।

নতুন এ গেমে যোগ করা হয়েছে আরো নতুন গাড়ি, লোকেশন, রাস্তা এবং ইভেন্ট, যা অন্যান্য গেমের চেয়ে বেশ আকর্ষণীয়। গেমে প্রায় ৫০টির মতো র‍্যালি কার ব্যবহার করা হয়েছে। শুধু একটি নির্দিষ্ট

জায়গাকে কেন্দ্র করে নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নামকরা সব রেসিং ট্র্যাকে অংশগ্রহণ করতে হবে গেমারকে। গেমারের রেপুটেশন অনুযায়ী সে বিভিন্ন কোম্পানির স্পন্সর পাবে এবং সাথে নতুন গাড়ি। রেস খেলার মাধ্যমে প্রফেশনাল রেসিং ড্রাইভারদের মধ্যে শীর্ষের দিকে নিজের স্থান দখল করে নিতে হবে। টেস্ট ড্রাইভ আনলিমিটেড নামের গেমে রেস ড্রাইভার হিসেবে নিজের ক্যারিয়ার ডেভেলপ করতে হবে আর এখানে প্রফেশনাল রেসারদের সাথে লড়াই করে নিজেকে সেরাদের সেরা হিসেবে প্রমাণ করতে হবে। গেমে বেশ কিছু ট্রিকস দেখিয়ে অর্জন করতে হবে পয়েন্ট, যার ভিত্তিতে ঠিক হবে ফলাফল। নানা রকমের ইভেন্ট যোগ করা হয়েছে গেমটিতে, যার মধ্যে পুরনো ডার্ট ২ গেমের ইভেন্টসহ আরো নতুন কিছু ইভেন্ট রয়েছে। গেমে পুরনো গেম থেকে ফ্ল্যাশব্যাক অপশন আবার যোগ করা হয়েছে, যা গেমের একটি অসাধারণ বৈশিষ্ট্য। ফ্ল্যাশব্যাক অপশনটি রিওয়াইন্ড অপশনের মতো, যাতে গেমে ভুল করলে তা কিছুটা পিছিয়ে নিয়ে আবার শুরু করা যায়।

গেমটি বিভিন্ন গেম সমালোচক ও গেমিং সাইটের চোখে বেশ ভালো রেটিং প্রাপ্ত গেম। প্রফেশনাল গেমারদের দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য মাল্টিপ্লে-য়ার অপশনও রাখা হয়েছে গেমে, যা দিয়ে বিশ্বের নামকরা রেসিং গেমারদের সাথে রেস খেলে নিজের দক্ষতা যাচাই করে নেয়া যাবে। গেমটি চালাতে লাগবে ইন্টেল পেন্টিয়াম ডি ২.৮ গিগাহার্টজ প্রসেসর, ২ গিগাবাইট র‍্যাম, ১৫ গিগাবাইট হার্ডডিস্ক স্পেস ও পিক্সেল শেডার ৩.০ সাপোর্টেড ২৫৬০ মেগাবাইট মেমরির গ্রাফিক্স কার্ড (এটিআই র‍্যাডেওন এইচডি ২০০০ সিরিজ বা এনভিডিয়া জিফোর্স ৮০০০ সিরিজ)। একেবারে নতুন গেমারদের উপযোগী করে না বানানো হলেও গেমটি খেলতে নতুনরাও মজা পাবেন।

টেস্ট ড্রাইভ আনলিমিটেড ২

সিমুলেশন রেসিং গেমগুলো খেলে বোর হয়ে থাকলে ড্রাইভিং স্যান্ডবক্স টাইপের গেম খেলার সুযোগ নিয়ে এসেছে টেস্ট ড্রাইভ আনলিমিটেড ২। রেসিং গেমগুলোতে নির্দিষ্টসংখ্যক রেস খেলা ছাড়া আর কোনো সাইড মিশন সাধারণত থাকে না। কিন্তু টেস্ট ড্রাইভ নামের গেমে রেস খেলার পাশাপাশি আরো অনেক কাজ করতে হবে। জিটিএ (গ্র্যান্ড থেফট অটো) সিরিজের গেমের সাথে কিছুটা সাদৃশ্য রয়েছে এ গেমের। তবে মারামারি, গোলাগুলি বা লুটপাট করার ব্যবস্থা নেই। গেমটি ডেভেলপ করেছে ইডেন গেমস এবং পাবলিশ করেছে অটারি।

গেমটি পূর্ববর্তী গেম টেস্ট ড্রাইভ আনলিমিটেডের সিক্যুয়াল এবং টেস্ট ড্রাইভ সিরিজের দশম গেম। এ সিরিজের কিছু গেমের মধ্যে রয়েছে দ্য ডুয়াল, দ্য প্যাশন, ওভারড্রাইভ, ইভ অব ডেস্ট্রাকশন, অফ-রোড, ওয়াইড ওপেন, লে ম্যানস ২৪ আওয়ারস ইত্যাদি। মূল সিরিজের বাইরেও আরো ৮টি গেম রয়েছে এ সিরিজের ওপর ভিত্তি করে। গেমটি বানাতে ব্যবহার করা হয়েছে ইন-হাউস ইঞ্জিন ও হ্যাভক নামের গেম ইঞ্জিন। গেমটি যখন বাজারে ছাড়া হয়েছিল তখন গেমটিতে অনেক সমস্যা ছিল কিন্তু সম্প্রতি একটি আপডেট প্যাচ দিয়ে সে সমস্যাগুলো দূর করা হয়েছে।

গেমের পটভূমি রচিত হয়েছে ইবিজা ও ওয়াহু নামের দুটি দ্বীপকে ঘিরে। স্যাটেলাইট ইমেজকে ভিত্তি করে এলাকার দুটির ম্যাপ নিখুঁতভাবে বানানো হয়েছে, যা প্রায় ৩০০০ কিলোমিটার বিস্তৃত। গেমের শুরুতেই বেছে নিতে হবে গেমিং ক্যারেক্টার। তাকে নিয়েই শুরু হবে গেমের যাত্রা। মোট কথা, গেম ক্যারেক্টারের ড্রাইভিং ক্যারিয়ার নিয়েই গড়ে উঠেছে গেমের কাহিনী। গেমটিতে গেমারের লেভেল ৬০ পর্যন্ত উন্নীত করা যাবে। তবে যারা TDU2 Casino Online DLC/Pre-order Bonus ভার্সনটি অর্ডার করেছেন তারা ১০ লেভেল বাড়তি পাবেন। পয়েন্ট অর্জন করে লেভেল উন্নীত করার ও গেমটি সম্পন্ন করার ব্যাপারটি চারটি ভাগে ভাগ করা

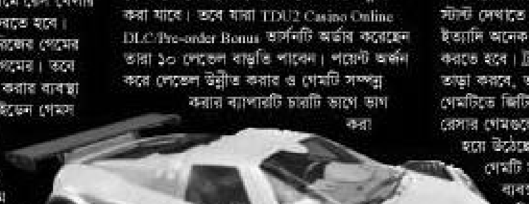

হয়েছে। প্রথমটি হচ্ছে কম্পিটিশন, যাতে লাইসেন্স পেয়ে, রেস খেলে এবং চ্যালেঞ্জ স্বীকার করে পয়েন্ট অর্জন করতে হবে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে সোশ্যাল, এখানে বন্ধুর সংখ্যা বাড়াতে হবে, রেসিং ক্লাবে জয়েন করতে হবে ও বন্ধুদের সাথে রেস খেলতে হবে। তৃতীয়টি হচ্ছে ডিসকভারি। এ অপশনে শহরের সব রাস্তা এক্সপ্লে-র করতে হবে, নির্দিষ্ট স্থানগুলোর ছবি তুলতে হবে ও দুর্ঘটনাকবলিত স্থানগুলো খুঁজে বের করতে হবে। শেষ অপশনটি হচ্ছে কালেকশন, এতে নানা ধরনের গাড়ি কিনে গ্যারেজ সাজাতে হবে, রেসের টাকা দিয়ে রাজকীয় বাড়ি কিনতে হবে, ফার্নিচার কিনে ঘর সাজাতে হবে ও পোশাক-আশাকসহ আরো নিত্যপ্রয়োজনীয় কিছু জিনিস কিনতে হবে। গেমে স্টান্ট দেখাতে হবে, ড্রিফট, ড্রাফট, জাম্প ইত্যাদি অনেক কিছু করে এক্সট্রা পয়েন্ট অর্জন করতে হবে। ট্রাফিক ভায়োলেশন করলে পুলিশ তাড়া করবে, তাই সাবধানে গাড়ি চালাতে হবে। গেমটিতে জিটিএ, সিমস ও মিডনাইট ক্লাব রেসার গেমগুলোর আভা রয়েছে। তাই গেমটি হয়ে উঠেছে ব্যতিক্রমধর্মী রেসিং গেম।

গেমটি মাল্টিপ্লে-য়ার মোডেও খেলার ব্যবস্থা রয়েছে। আবহাওয়ার পরিবর্তন, দিন-রাতের অদলবদল, গেমের পরিবেশ, ভেহিকেল ড্যামেজ সবকিছুই বেশ সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে গেমটিতে।

গেমের গ্রাফিক্স বেশ ভালো, তবে কন্ট্রোলিং মোটামুটি। গেমপ্লে-আলাদা ধরনের, তাই বেশ ভালোই লাগবে সবার। গেমটি ভালোভাবে চালাতে লাগবে কোর টু ডুয়ো ২.২ গিগাহার্টজের প্রসেসর, ২ গিগাবাইট র‍্যাম, ১৪ গিগাবাইট হার্ডডিস্ক স্পেস, পিক্সেল শেডার ৩.০ সাপোর্টেড গ্রাফিক্স কার্ড (এনভিডিয়া জিফোর্স ৮৮০০ বা এটিআই র‍্যাডেওন এইচডি ৩৮৭০)।

দ্য উইচার ২

উইচার গেমের ব্যাপক সফলতার পর এ গেমের দ্বিতীয় পর্ব দ্য উইচার ২– এসাসিনস অব কিংস মুক্তি পেল কিছুদিন আগে। রোল প্লে-ইং ঘরানার এ গেমটি আগের গেমের সিক্যুয়াল, তাই কাহিনীর ধারাবাহিকতা ভালোভাবে বোঝার জন্য প্রথম গেমটি খেলা থাকলে ভালো। প্রথম গেম না খেলা থাকলেও সমস্যা নেই, কাহিনী বুঝতে তেমন একটা সমস্যা হবে না। পোল্যান্ডের বিখ্যাত ঔপন্যাসিক আন্দ্রেজ স্যাপকোস্কির লেখা উপন্যাস দ্য উইচারের কাহিনী অবলম্বনে বানানো হয়েছে গেম সিরিজটি। গেমটি ডেভেলপ করেছে পোলিশ কোম্পানি সিডি প্রজেক্ট রেড। গেমটি একেক স্থানে একেক কোম্পানি পাবলিশ করেছে। পোল্যান্ডে পাবলিশ করেছে সিডি প্রজেক্ট, উত্তর আমেরিকায় আটারি, ইউরোপে নামকো বান্দাই, রাশিয়াতে ওয়ানসি কোম্পানি এবং চেক প্রজাতন্ত্রে কোমপ্লায়। গেমটি বানাতে ব্যবহার করা হয়েছে গেম ইঞ্জিন রেড ইঞ্জিন। মজার ব্যাপার হচ্ছে, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা পোল্যান্ডে সফর করতে গেলে তাকে পোল্যান্ডের রাজা ডোনাল্ড টাস্ক বেশ কিছু উপহার সামগ্রী দিয়েছেন, যার মধ্যে ছিল দ্য উইচার ২– এসাসিনস অব কিংস গেমের কালেক্টরস এডিশন।

গেমে গেমারকে কন্ট্রোল করতে হবে জেরাল্ট অব রিভিয়া নামের এক উইচারকে। সে সীমিত সংখ্যক উইচারের মধ্যে একজন। উইচাররা মানুষ, তবে তাদের ছোটবেলা থেকে বিভিন্ন কঠিন ট্রেনিং ও জিনগত পরিবর্তন ঘটিয়ে অনেক শক্তিশালী ও মজবুত করে গড়ে তোলা হয়, যাতে তারা দৈত্য-দানবের মোকাবেলা করতে পারে। বিভিন্ন যুদ্ধে রাজারা উইচারদের ভাড়া করে নিয়ে যায় তাদের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করার জন্য। ব্যাপারটা অনেকটা আধুনিক যুগের ভাড়াটে যোদ্ধা বা মার্সেনারির মতো। গেমের কাহিনী সংক্ষেপে হচ্ছে– গেমের প্রথমেই দেখা যাবে জেরাল্ট টেমেরিয়ার রাজা ফোল্টেস্টকে খুনের দায়ে বন্দিশালায় বন্দি। জেরাল্টের বন্দিদশায় টেমেরিয়ানের স্পেশাল ফোর্স ব্লু স্ট্রাইপসের কমান্ডার রোচে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য আসে। জেরাল্টের কথায় সে জানতে পারে জেরাল্ট প্রকৃত খুনি নয়,

খুনি ছদ্মবেশী এক কালো সন্ন্যাসী। সে খুন করে পালিয়ে যায় এবং ষড়যন্ত্রের শিকার হয় জেরাল্ট। জেরাল্টের কথায় রোচে বিশ্বাস করে এবং তাকে জেলখানা থেকে পালানোর সুযোগ করে দেয় যাতে প্রকৃত খুনি ধরা পড়ে। তারপর দুজনে মিলে যাত্রা করে রাজার আসল খুনিকে পাকড়াও করার অভিযানে। গেমটি বেশ কিছু ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে– প্রোলোগ, চ্যাপ্টার ১, চ্যাপ্টার ২ (ইয়োরভেথ ও রোচে), চ্যাপ্টার ৩ ও ইপিলোগ। গেমটি অন্যান্য রোল প্লে-ইং গেমের চেয়ে বেশ ভালোমানের, কারণ এতে রয়েছে অনেক ধরনের ফাইটিং স্টাইল, বেশ কয়েক ধরনের অস্ত্র ও বর্ম ইত্যাদি, যা অন্য গেমে কম দেখতে পাওয়া যায়। গেমটির কাহিনী, গেমপ্লে, অ্যাডভেঞ্চার, অ্যাকশন ও পাজল বেশ উচ্চমানের এবং রোমহর্ষক। জেরাল্টকে মুখোমুখি হতে হবে বিভিন্ন ধরনের শত্রুপক্ষের এবং চালতে হবে কুটিল চাল। গেমটি অনেকভাবে খেলার সুযোগ রয়েছে, তাই গেমটির সমাপ্তি টানা যাবে বিভিন্নভাবে। গেমটি বারবার খেলা যাবে নতুন ধরনের সমাপ্তি দেখার জন্য। গেমে জেরাল্টের প্রেমিকা ট্রিশও থাকবে জেরাল্টকে সাহায্য করার জন্য। গেমের গ্রাফিক্স, শব্দ কৌশল, গেমপ্লে, ফাইটিং স্টাইল, ক্যারেক্টার অ্যানিমেশন, এনভায়রনমেন্ট, স্পেশাল ইফেক্ট সব কিছুই চমৎকার। গেমটি ১৮ বছর বা তার চেয়ে বেশি বয়সের গেমারদের জন্য বানানো হয়েছে, তাই ছোটদের তা খেলা অনুচিত। গেমটি চালাতে লাগবে ইন্টেল কোর টু ডুয়ো ২.২ গিগাহার্টজ প্রসেসর, ২ গিগাবাইট র‌্যাম, ১৬-২৪ গিগাবাইট হার্ডডিস্ক স্পেস (বোনাস কনটেন্টসহ) এবং পিক্সেল শেডার ৩.০ সাপোর্টেড ৫১২ মেগাবাইট মেমরির গ্রাফিক্স কার্ড (এনভিডিয়া জিফোর্স ৮৮০০ বা তদূর্ধ্ব)। ■

বুলি

দুষ্টু বাচ্চারা কথা না শুনলে তাদের ভয় দেখানো হয় এই বলে যে, তাকে হোস্টেলে বা বোর্ডিং স্কুলে দিয়ে দেয়া হবে। অনেকেই বেয়াড়া বাচ্চাদের এ ধরনের স্কুলে ভর্তি করে দেন শোধরাবার জন্য। কিন্তু ঢেঁকি যে স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। সেখানে থেকেও তারা কত রকমের শয়তানি করে তার ওপরে ভিত্তি করে রয়েছে বেশ কিছু উপন্যাস, মুভি গেম। ম্যাক্স পেইন খ্যাত রকস্টার গেমসের ডেভেলপ করা গেম বুলি তেমনি একটি গেম, যার প্রতিপাদ্য বিষয় বোর্ডিং স্কুলে ভর্তি হওয়া দুষ্টু বালকদের কর্মকাণ্ড। গেমটি প্লে-স্টেশনের জন্য ডেভেলপ করেছে রকস্টার ভ্যানকুভার, এক্সবক্স ৩৬০ ও উইন্ডোজ প্লাটফর্মের জন্য ডেভেলপ করেছে রকস্টার নিউ ইংল্যান্ড এবং উইই প্লাটফর্মের জন্য ডেভেলপ করেছে রকস্টার টরেন্টো। গেমটির মূল পাবলিশার হচ্ছে রকস্টার গেমস, তবে জাপানে তা পাবলিশ হয়েছে বেথেসডা সফটওয়্যারের ব্যানারে। গেমটি বানাতে ব্যবহার করা হয়েছে রেন্ডারওয়্যার (পিএস২) এবং গেমবায়ো (এক্সবক্স ৩৬০, উইই ও উইন্ডোজ)। উত্তর আমেরিকায় গেমটি ক্যানিস ক্যানেম নামে পরিচিত। গেমটি থার্ড পারসন অ্যাকশন/অ্যাডভেঞ্চার ধাঁচের গেম। গেমটির কাহিনী নিয়ে কমিকস বের হয়েছে, যা গেমটির স্পেশাল এডিশনের সাথে দেয়া হয়েছে। গেমটি স্যান্ডবক্স টাইপের গেম, যা অনেকটা হ্যারি পটার সিরিজের গেমের মতো। গেমারকে খেলতে হবে জিমি হপকিন্স নামের এক কিশোরের চরিত্রে। গেমের শুরুতেই দেখা যাবে জিমিকে ইংল্যান্ডের কাল্পনিক এক বোর্ডিং স্কুল বুলওর্থ একাডেমির সামনে গাড়ি থেকে নামিয়ে দেয়া হচ্ছে। গেমের প্রথমদিকে প্লেয়ার পুরো ক্যাম্পাসে মুক্তভাবে বিচরণ করতে পারবে, এরপরে সে শহরেও বিচরণ করতে পারবে। গেমের মূল মিশনের পাশাপাশি আরো অনেক ধরনের মিশন রয়েছে, যা সম্পন্ন করে জিমির দক্ষতা ও অর্থ বাড়ানো যাবে। মিশনের মধ্যে রয়েছে সফলভাবে ক্লাসের লেকচার বোঝা, অন্যান্য দুষ্টু বালককে শিক্ষা দেয়া, দুর্বলদের সাহায্য করা, প্রতিপক্ষ গ্রুপের হামলার জবাবে জবাব দেয়া, প্রতিশোধ নেয়া, সিনিয়রদের জ্বালাতন করা এবং নানা রকমের দুষ্টুমিসহ আরো অনেক কাজ করা। রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান, গণিত ইত্যাদি বিষয়ের ক্লাসে মিনি গেমের মাধ্যমে প্রজেক্ট সম্পন্ন করার ব্যাপারটি পাজল সলভিং গেমিং ধাঁচের। জিমিকে বিভিন্ন ভাষার কোর্স করে তাতে পারদর্শী হতে হবে, তাহলে সে অনেক বেশি ব্যক্তির সাথে মিশতে পারবে। দুষ্টুমি করার জন্য সে তার মেধাকে কাজে লাগিয়ে বানিয়ে নেবে রকেট বম্ব, গুলতি, মরিচা বম্ব, ছোট পটকা, স্টিঙ্ক বম্ব ইত্যাদি। তার এ বিশেষ অস্ত্রগুলো দিয়ে সে প্রতিশোধ নেবে সিনিয়রদের ওপরে, যারা তার সাথে খারাপ আচরণ করেছে এবং জ্বালাতন করবে মেয়েদের মজা করার জন্য। দুষ্টুমি করার সময় টিচারের হাতে ধরা পড়লে শাস্তি পেতে হবে। যানবাহন হিসেবে জিমির থাকবে সাইকেল, ছোট স্কুটার, স্কেটিং বোর্ড, গো-কার্ট ও লন-মোয়ারসহ আরো ছোটখাটো বাহন। গেমে সংগ্রহ করা অর্থ দিয়ে জিমি আপগ্রেড করতে পারবে তার সাইকেল, কিনতে পারবে নতুন পোশাক-আশাক, মাথায় দিতে পারবে নতুন হেয়ার-কাট এবং শরীরে আঁকতে পারবে রং-বেরঙের ট্যাটু। গেমে জিমিকে শয়তানি বুদ্ধি যোগাবে গ্যারি স্মিথ, যে কি না গেমের প্রধান খলচরিত্র। গেমটি ৬টি ভিন্ন অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। গেমের গ্রাফিক্স ও শব্দকৌশলের মান মোটামুটি, তবে গেমপ্লে বেশ ভালোই বলা চলে। গেমটি খেলার জন্য লাগবে ৩ গিগাহার্টজ গতির পেন্টিয়াম ৪ প্রসেসর, ৫১২ মেগাবাইট র‌্যাম, ৪.৭ গিগাবাইট হার্ডডিস্ক স্পেস এবং পিক্সেল শেডার ৩.০ সাপোর্টেড ২৫৬ মেমরির গ্রাফিক্স কার্ড (ন্যূনতম এনভিডিয়া জিফোর্স ৬৮০০/৭৩০০ অথবা এটিআই রাডেওন এক্স১৩০০ সিরিজ) ■

এনগ্রি বার্ডস

মোবাইল গেম ও উইন্ডোজ প-াটফর্মের গেম হিসেবে বেশ নাম করেছে এনগ্রি বার্ড নামের এ গেমটি। গেমটি ডেভেলপ করেছে ফিনল্যান্ডের রোভিও মোবাইল নামের প্রতিষ্ঠান। গেমটি প্রথম মুক্তি পেয়েছিল ২০০৯ সালের ডিসেম্বরে অ্যাপলের আইওএসের জন্য। মুক্তি পাওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত অ্যাপলের অ্যাপ স্টোর থেকে গেমটি ১২ মিলিয়ন কপি বিক্রি হয়েছে। ব্যাপক এ সফলতার ধারা বজায় রাখার জন্য কোম্পানিটি সিদ্ধান্ত নেয় শুধু অ্যাপলের পণ্যের জন্যই নয়, গেমটি অন্যান্য প-াটফর্মের জন্য ডেভেলপ করা হবে। এরপর এটি সিমবিয়ান, অ্যান্ড্রয়েড, মিমো, পাম ওয়েবওএস, পিএসপি, পে-- স্টেশন ৩, ম্যাক ওএসএক্স, ওয়েবজিএল এবং উইন্ডোজসহ আরো কিছু প-াটফর্মের জন্য ডেভেলপ করা হয়েছে। গেমটি ডিজাইন করেছেন জাকো ইসালো ও মিটার বিএহেও। গেমের প্রডিউসার হচ্ছেন রাইনে মাকি ও হারো প্রোজ্ঞনার্গ। গেমটি বানাতে ব্যবহার করা হয়েছে বক্সটুডি নামের গেম ইঞ্জিন। পিএসপি ও পে--স্টেশনের জন্য গেমটি যৌথভাবে ডেভেলপ করেছে চিলি-নগো ও ক্লিকগেমার। স্মার্টফোন প-াটফর্মের জন্য তা ডেভেলপ করেছে রোভিও মোবাইল। রোভিও মোবাইলের ডেভেলপ করা আরো কয়েকটি গেমের মধ্যে রয়েছে- Bounce Tales, Bounce Touch, Bounce Boing Voyage, Burger Rush, Burnout, Collapse Chaos, Cyber Blood, Darkest Fear 2, Darkest Fear 3, Dragon & Jade, Formula GP Racing, Gem Drop, Marine Sniper, Mole War, Need for Speed, Paid to Kill, Paper Planes, Patron Angel, Playman Winter Games, Shopping madness, Star Marine, Sumea Ski Jump, Swat Elite Troops, Totomi, War Diary Burma, War Diary Torpedo, Wolfmoon ইত্যাদি।

গেমটি খুবই সাধারণ কিন্তু বেশ মজার।

ছোটবেলায় অনেকেই গুলতি বস ি-ংশট দিয়ে পাখি শিকার করেছেন। কিন্তু গেমে করতে হবে ব্যতিক্রম কাজ। গেমে বিশাল এক গুলতির সাহায্যে পাখিকেই ছুড়ে মারতে হবে সবুজ রঙের শূকর কিছু শত্রু ও তাদের বানানো সুরক্ষা দুর্গের ওপর। গেমের মূল লক্ষ্য হবে সবুজ সুরক্ষিত জংলিগুলোকে খতম করা। গেমে পাঁচ ধরনের আলাদা রঙ ও ক্ষমতার পাখি রয়েছে। এদের পাখা ছোট এবং তারা উড়তে পারে না। তাদের ডিম চুরি করে পালিয়ে যায় জংলিরা। তাই পাখিরা রেগে গিয়ে জংলিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এজন্য গেমে পাখিগুলোর নাম রাখা হয়েছে এনগ্রি বার্ড বা রাগী পাখি। প্রথমেই খেলতে হবে লাল রঙয়ের পাখি নিয়ে, যা কাঠের তৈরি বাধা অতিক্রম করতে সক্ষম। কাঠের ফ্রেমের আড়ালে যদি জংলি লুকিয়ে থাকে তবে লাল পাখির হাত থেকে তার নিস্তার নেই। পরে লেভেল পার হতে থাকলে নতুন নতুন পাখি যোগ হবে। একভাবে কাঠ, পাথর ও বরফের স্ট্রাকচারের আড়ালে লুকিয়ে থাকবে শত্রুপক্ষ এবং একেক রকমের পাখির (লাল, নীল, হলুদ, কালো ও সাদা) সাহায্যে তাদের খতম করতে হবে। গেম খেলার সময় কৌণিক দূরত্ব, বেগ, প্রজেক্টাইল ও আরো কিছু পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক ধারণা থাকলে ভালো। কোন পাখি দিয়ে স্ট্রাকচারের কোন অংশে আঘাত করলে সর্বোচ্চ ক্ষতিসাধন করা যাবে, তা বেশ বুদ্ধিমত্তার সাথে নির্ণয় করতে হবে। যত কম পাখি ব্যবহার করে যত বেশি স্ট্রাকচার ভাঙা যাবে তত বেশি পয়েন্ট অর্জন করা যাবে। সব প-াটফর্ম মিলিয়ে গেমটি ডাউনলোড করা হয়েছে প্রায় ২০০ মিলিয়ন বার। মোবাইল গেমিংয়ের জগতে রেকর্ড সৃষ্টি করা এ গেমের চরিত্রগুলো নিয়ে নির্মাতা কোম্পানির মুভি ও টিভি সিরিজ বানানোর ইচ্ছে রয়েছে।

টিনেজ মিউট্যান্ট নিনজা টারটেলস

অনেক আগে বিটিভিতে দেখানো হতো টিনেজ মিউট্যান্ট নিনজা টারটেলস, মনে আছে কি সবার? সাধারণ কচ্ছপের ছানা থেকে অদ্ভুত এক কেমিক্যালের প্রভাবে জিনগতভাবে পরিবর্তিত হয়ে মানবাকৃতির কচ্ছপ হয়ে ওঠে চার ভাই। যারা নানা রকম যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠেছিল তাদের সেন্সেই বা শিক্ষক মিউট্যান্টেড ইঁদুর মাস্টার স্প্লিন্টারের ছত্রছায়ায়। চার ভাই চার রকম অস্ত্রে পারদর্শী ও তাদের মধ্যে নেতা হচ্ছে তাদের বড় ভাই লিওনার্দো। ১৯৮৪ সালে প্রথম কমিক আকারে প্রকাশ ঘটে টিনেজ মিউট্যান্ট নিনজা টারটেলসের। তার পর দারুণ জনপ্রিয়তার ফলে একে একে বের হতে থাকে কার্টুন, টিভি সিরিজ, গেম ইত্যাদি। ২০০৮ সালে বের হওয়া গেমটি ডেভেলপ ও পাবলিশ করেছে ইউবিসফট। গেমটির নাম সংক্ষেপে রাখা হয়েছে টিএমএনটি (TMNT)। টারটেলদের চিরশত্রু শ্রেডারকে হারানোর পর যোগ্য নেতার আসন টিকিয়ে রাখার জন্য লিওনার্দো সেন্ট্রাল আমেরিকায় যাত্রা করে মার্শাল আর্টের কৌশল আরো ভালো করে রপ্ত করতে। আর এদিকে বাকি তিন ভাই ভিন্ন ভিন্ন কাজে নিজেদের ব্যস্ত করে তোলে। অহঙ্কারী রাফায়েলো হয়ে ওঠে শহরের অপরাধ দমনকারী হিরো নাইটওয়াচার, মাইকেলএঞ্জেলো কাজ করে ছোটদের জন্মদিনের অনুষ্ঠানের এন্টারটেইনার হিসেবে এবং ডোনাটেলো টেলিফোন অপারেটরের চাকরি নেয়। লিওনার্দো ফিরে আসার পরে তার সাথে নেতার আসন নিয়ে রাফায়েলোর সম্পর্ক খারাপ হয়ে ওঠে। মাস্টার স্প্লিন্টার তাদের সম্পর্কের যাতে অবনতি না হয়, সেজন্য তাদের মিলে থাকার পরামর্শ দেন। লিওনার্দোকে বলেন ধৈর্য ধরতে আর রাফায়েলোকে বলেন তার অহঙ্কার ত্যাগ করতে। হঠাৎ শহরে কিছু অসীম শক্তিশালী ঐতিহাসিক দৈত্য-দানবের আগমন ঘটে। তাদের সাথে তুমুল লড়াই করতে করতে চার ভাই বুঝে নেয় একতাই বল, তাদের কেউই কাউকে ছাড়া সম্পূর্ণ নয়। এতে তাদের মাঝে আবার ভ্রাতৃত্বের

বন্ধন দৃঢ় হয়ে ওঠে। তারপর তারা সবাই মিলে সেই দৈত্যগুলোকে মেরে তারা যে স্থান থেকে এসেছিল সেখানে আবার পাঠিয়ে দেয়। গেমটিতে রয়েছে ৩২টি লেভেল, ১২টি স্টোরি লেভেল ও ১২টি আনলকেবল চ্যালেঞ্জ লেভেল। গেমটিতে ৫টি চরিত্র নিয়ে খেলার সুবিধা রয়েছে। প্রত্যেক ভাইয়ের জন্য রয়েছে আলাদা মিশন ও মারামারি করার কৌশল। সময় ও পয়েন্ট অর্জনের মাধ্যমে বিচার করে আপনার খেলার মান বিচার করা হবে গ্রেড দেয়ার মাধ্যমে। বারবার একই লেভেল খেলে দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ভালো গ্রেড অর্জন করা যাবে। ভালো পয়েন্ট প্রাপ্তির ভিত্তিতে পরের বোনাস লেভেলগুলো আনলক হবে। গেমটি দারুণ সব অ্যাডভেঞ্চার ও অ্যাকশনে ভরপুর। কখনো আপনাকে ছেড়ে দেয়া হবে গহীন অরণ্যে, কখনো পাতালে, আবার কখনোবা বাড়ির ছাদে। একেক টারটেল একেক স্টেজে খেলবে। চমৎকার সব অ্যাক্রোবেট স্টাইল ও কম্বো অ্যাকশন খেলার মাঝে এনে দিয়েছে দারুণ উত্তেজনা।

গেমটির গ্রাফিক্স ভালোমানের বলা যায়। প্রত্যেক টারটেলের মডেল খুবই নিখুঁত করা হয়েছে, যাতে তাদের আলাদা করে চেনা যায়। চোখে নীল ফিতা পরিহিত টারটেল লিওনার্দোর অস্ত্র তলোয়ার, লাল ফিতার রাফায়েলের হাতে ছোট ত্রিশূল বা সাই নামক অস্ত্র, কমলা ফিতার মাইকেল এঞ্জেলোর অস্ত্র নানচাকু ও বেগুনি ফিতা পরিহিত ডোনাটেলোর অস্ত্র বো (এক ধরনের লাঠি)। সবাইকে যার যার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যাবলীর পাশাপাশি তাদের গলার স্বরের পার্থক্য করা হয়েছে। গেমটি চালাতে লাগবে ১.৫ গিগাহার্টজের পেন্টিয়াম ৪ মানের প্রসেসর, ৫১২ মেগাবাইট র‍্যাম, ৬৪ মেগাবাইট মেমরির গ্রাফিক্স কার্ড (পিক্সেল শেডার ২.০ সাপোর্টেড) এবং ১.৬ গিগাবাইট হার্ডডিস্ক।

বেয়ন্ড গুড অ্যান্ড ইভিল

বেয়ন্ড গুড অ্যান্ড ইভিল গেমটি অসাধারণ একটি অ্যাডভেঞ্চার গেম, যাতে রয়েছে অ্যাকশন, রেসিং, শুটিং, পাজল সবধরনের গেমের মজা। গেমের কাহিনী খুবই নতুন ধাঁচের ও গেমপ্লে-ও রয়েছে দারুণ ব্যতিক্রমী ছাপ। গেমটি খেলার সময় উপলব্ধি করবেন এর নতুনত্বের ছোঁয়া ও উপভোগ করবেন মহাশূন্যে অভিযানের দারুণ এক অভিজ্ঞতা। গেমটি পাবলিশ ও ডেভেলপ করেছে বিখ্যাত গেম নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ইউবিসফট। গেমটি পিসির জন্য ডেভেলপ করেছে ইউবিসফট মিলান ২০০৩ সালের নভেম্বরে। গেমের নির্মাণে ব্যবহার করা হয়েছে গেম ইঞ্জিন জেড। গেমটির ডিজাইনার হচ্ছেন ইউবিসফটে কর্মরত ফ্রান্সের গেম ডিজাইনার মাইকেল এনসেল। তিনি তার বানানো রেম্যান গেম সিরিজের জন্য বেশি আলোচিত হয়েছেন। বিয়ন্ড গুড অ্যান্ড ইভিল গেমটির পটভূমি হচ্ছে হিলি নামের কাল্পনিক এক গ্রহ। গেমের প্রথম থেকেই দেখা যাবে গ্রহটিকে ডোমজ নামের খুবই শক্তিশালী ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন এলিয়েনেরা দখল করে রেখেছে। এছাড়া ডোমজ সাধারণ গ্রহবাসীদেরকে কিডন্যাপ করে তাদের জীবনীশক্তি শুষে নিয়ে এবং তাদের জেনেটিক্যালি পরিবর্তন করে নিজেদের কাজের জন্য বিশ্বস্ত প্রতিরক্ষা বাহিনী 'আলফা সেকশন' তৈরি করছে। কিন্তু এই কাজটি তারা খুবই গোপনীয়তার সাথে করছে, যাতে জনসাধারণের মনে কোনো সন্দেহ না জাগে। এছাড়া তারা নিজেরাই ভয়ঙ্কর আকৃতির নানান এলিয়েন গ্রহে ছেড়ে দিয়ে নিজেরাই আলফা সেকশনের সৈন্যদের দিয়ে সেগুলোকে মেরে হিলি গ্রহবাসীর মন জয় করে নিতে থাকে। কিন্তু তাদের এ কুকর্মের ব্যাপারে সাধারণ গ্রহবাসী কোনো সন্দেহ না করলেও সাংবাদিকদের সংগঠন আইরিশ নেটওয়ার্কের কিছু সাংবাদিকের মনে ঠিকই সন্দেহের উদ্রেক হয়। তারাও গোপনে তদন্ত করার কাজ শুরু করে আলফা সেকশনের বিরুদ্ধে উপযুক্ত প্রমাণ জোগাড় করার জন্য। গেমে গেমারকে জেড নামের একজন মেয়ের

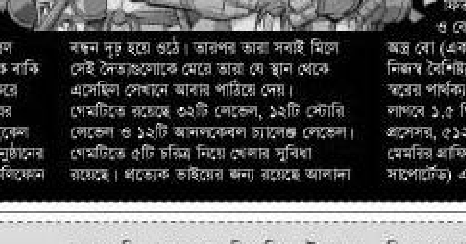

চরিত্রে খেলতে হবে। জেডকে গেমে এতিম হিসেবে দেখানো হয়েছে এবং জেড তার বাসার বন্ধু পেইজের সাথে হিলির ছোট একটি দ্বীপের আশ্রমে বাস করে। জেড এবং পেইজ সেখানে গ্রহের অন্য আশ্রয়হীন বাচ্চাদের দেখাশোনার কাজ করে, যাদের বাবা-মাকে আলফা সেকশন কিডন্যাপ করে নিয়েছে। জেডের আঙ্কেল পেইজ হচ্ছে এনথ্রপোমরফিক (মানুষের মতো হাত-পাওয়ালা, কিন্তু শুধু মাথা জন্তুর আদলে তৈরি) প্রাণী, যে কি না একজন মেকানিক। জেড একজন শখের ফটোগ্রাফার এবং সে গ্রহের বিভিন্ন প্রজাতির ছবি সেখানকার স সায়েন্স সেন্টারে পাঠিয়ে জীবিকা অর্জন করে এবং সেই সাথে আশ্রমের সবার চাহিদা মেটায়। আইরিশ নেটওয়ার্ক জেডকে তাদের হয়ে আলফা সেকশনের বিরুদ্ধে তথ্য জোগাড় করে দেয়ার জন্য অনুরোধ করে এবং জেড তাদের হয়ে কাজ করতে আগ্রহী হয়, কারণ সে নিজেও আলফা সেকশনের কার্যকলাপ সম্পর্কে বেশ কৌতূহলী ছিল। গেমে জেডকে নিয়ে গোপনে আলফা সেকশনের বিভিন্ন ঘাঁটি ও কারখানায় গিয়ে সেখান থেকে প্রয়োজনীয় ছবি তুলতে হবে। এছাড়া যাত্রাপথে বিভিন্ন ভয়ঙ্কর প্রাণীর সাথে মোকাবেলা করতে হবে। গেমে জেডের অস্ত্র হিসেবে আছে লাঠির মতো দেখতে দাই-জো নামের একটি অস্ত্র এবং কোনো কিছু লক্ষ্যভেদ করার জন্য আছে গাইরো ডিস্ক গে-ন। গেমে আঙ্কেল পেইজ ও ডাবল এজেন্ট নামের আরেক স্পাই জেডকে সাহায্য করবে।

গেমটি চালাতে পেন্টিয়াম ৩ মানের প্রসেসর, ৬৪ মেগাবাইট মেমরির জিফোর্স ২ মানের গ্রাফিক্স কার্ড, ২৫৬ মেগাবাইট র‍্যাম লাগবে। গেমের গ্রাফিক্স ও সাউন্ড টেকনোলজি এখনকার গেমগুলোর মতো চোখ ধাঁধানো না হলেও যথেষ্ট ভালোমানের এবং প্রশংসার যোগ্য।

ফিডব্যাক : *shmt_21@yahoo.com*